

সং - সঙ্গ

যিনি সত্যকে জানিয়া - সত্যেরে ধ্যান ,জ্ঞান এবং সত্য লাভেরে আচরণ এবং যিনি নিজেরে জীবনকে সত্য মার্গে শাস্ত্রসম্মতভাবে পরিচালনা করিয়াছেন তাহাকেই শাস্ত্রেরে সং ব্যাক্তি বলিয়াছেন। এইরকম শাস্ত্রলক্ষণ সম্পন্ন সং ব্যাক্তির নিকট হইতে শাস্ত্র কথা বা ঈশ্বরতত্ত্ব কথা শ্রবণ করাকে উপদেশে বা শাস্ত্রীয় পরামর্শকে সং সঙ্গ বলে। শাস্ত্রীয় সং ব্যাক্তির স্বাত্তিকি আলোচনা বা উপদেশে সূর্যেরে জ্যোতির মতন অজ্ঞান অন্ধকারকে নাশ করে ইহা স্বাত্তিকি আনন্দবর্ধক , বচিরবর্ধক , জ্ঞানবর্ধক , বুদ্ধিও ববিকিবর্ধক। সং ব্যাক্তি যদি উপদেশে নাও দিয়ে তবুও তাঁর সঙ্গে সঙ্গলাভেরে দ্বারা বহু সং কর্মেরে শিক্ষা লাভ হয়। অথবা যবে কোনো বিষয়ের কার্যস্থলে বা কাজ করতেরে করতেরে সং ব্যাক্তির সাথেরে যবে কথা বার্তা হয় সেগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ থাকে। অর্থাৎ, সং ব্যাক্তি বা প্রকৃত সাধু সঙ্গ কার্যবশে হোক বা মটনবশেই হোক আর উপদেশে বশেই আত্মউন্নতির পথে সর্বদা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনই মনুষ্যগুণেরে বন্ধন এবং মোক্ষ এর কারণ। কামনা ও আসক্তিয়ুক্ত মনই বন্ধনের কারণ। আর নষ্টিকাম ও নষ্টিকাম মোক্ষের কারণ। সং ব্যাক্তির বা প্রকৃত সাধুব্যাক্তির উপদেশে বা সঙ্গ নষ্টিকাম ও নষ্টিকাম হবার প্রেরণা দিয়ে। তাই সং সঙ্গ ব্যাক্তি মুক্তি লাভেরে কোনো উপায় নাই। তাই আত্মউন্নতিতে আগ্রহবান ব্যাক্তি সযত্নে সর্বদা সংসঙ্গ লাভেরে চেষ্টা করবিলে জীবনে যখনই সময় হইবে সং সঙ্গ বা সাধুসঙ্গ করা উচিত নিজেরে আত্মউন্নতির জন্য।